

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْبَابُ

فِيمَا لِلصَّلَاةِ عَلَى الْكِرَاسِي

مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْآدَابِ

الْشَيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ الْفُؤَادِيِّ

চেয়ারে সালাত আদায়ের বিধান

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন সালেহ আল-ফাওয়ান

চেয়ারে মালাচ ছাদায়ের বিধান

মূল

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন সালেহ আল-ফাওয়ান

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ মজুমদার



দপলকার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুচি

লেখক পরিচিতি	৬
অনুবাদক পরিচিতি	৬
অনুবাদকের কথা	৭
ভূমিকা	৮
অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের বিবরণ	১১
চেয়ারে ফরয সালাত আদায়	২৬
চেয়ারে নফল সালাত আদায়	৩১
কাতারে চেয়ার রাখা	৩৫
কিছু দিক-নির্দেশনা ও সতর্কতা	৪১



লেখক পরিচিতি

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন সালিহ আল-ফাওয়ান। সৌদি আরবের কাসীম অঞ্চলের একজন বিজ্ঞ আলেম। বুরাইদার ইলমী মাহাদ থেকে শরয়ী জ্ঞানে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পর রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ বিভাগ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। প্রথমে বুরাইদার ইলমী মাহাদে শিক্ষকতা করার পর তিনি রিয়াদের ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্নাহ বিভাগে দীর্ঘ ১৩ বছর অধ্যাপনা করেন। তারপর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ২০টির অধিক বই রচনা করেন। তন্মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ বই হলো:

- ফিকহুদ দলীল
- মিনহাতুল আল্লাম
- মাওরিদুল আফহাম
- দলীলুস সালিক
- তা'জীলুন নাদা
- যীনাতুল মারআতিল মুসলিমা

অনুবাদক পরিচিতি

আব্দুল্লাহ মজুমদার, ১৯৯৮ সালে তার জন্ম। পিতা প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। ২০১৬ সালে টংঙ্গীস্থ তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা থেকে আলিম (এইচএসসি সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে কলা অনুষদভুক্ত আরবী বিভাগে ভর্তি হন এবং অনার্স ও মাস্টার্সে উভয়টিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইতিমধ্যে তার অনূদিত ২১টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য; সালাত ও সালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

আল্লাহর অশেষ দয়া-করুণা-অনুগ্রহ-অনুকম্পায় বইটি অনুবাদ করতে সক্ষম হলাম। আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরা। সালাত প্রত্যেকটি মুসলিমের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুস্থ-অসুস্থ সকল অবস্থায় একজন মুসলিমকে সালাত আদায় করে যেতে হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে আমৃত্যু তাকে সালাত পড়ে যেতেই হবে। আর মানুষ মাত্রই অসুস্থতাপ্রবণ। প্রতিটি মুসলিমকে জীবনে বড় একটা অংশ অসুস্থ অবস্থায় পার করতে হয়। কখনো এই অসুস্থতার মাত্রা কম থাকে আবার কখনো থাকে বেশি। অসুস্থতার মাত্রা খুব বেশি হয়ে গেলে বান্দার জন্য আল্লাহ সালাতের বিধানে শিথিলতা রেখেছেন। বান্দা যদি দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে কষ্ট অনুভব করে, আল্লাহ তার জন্য বসে সালাত আদায়ের সুযোগ করে দিয়েছেন। এটাও আল্লাহর অনুগ্রহের প্রকাশ।

বর্তমান মসজিদগুলোতে চেয়ারের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। মুসলিমরা কম-বেশি চেয়ারে সালাতের বিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তবু অনেক সময় বেশ কিছু বিধানের ক্ষেত্রে মুসল্লীদের অজ্ঞতা ও অবহেলা প্রকাশ পায়। সংক্ষেপে এই বিষয়টির ব্যাপারে জানার জন্য একক বইয়ের অভাব অনুভব করছিলাম। আলহামদু লিল্লাহ পেয়ে গেলাম এই বইটি।

শাইখ আব্দুল্লাহ আল-ফাওয়ানের লিখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যে বিষয়ে কলম ধরেন, সেটি বেশ তাহকীকের সাথে ঘাঁটাঘাঁটি করে লিখেন। তাই তার লিখিত বইগুলোতে যে-কোনো বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ সমাধান প্রায়ই এসে পড়ে। শাইখের বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ বই পড়ার সুবাদে তাকে চেনা। বিষয়ের উপর বইটি প্রয়োজনীয় ও উপকারী হবে মনে করে অনুবাদ করত তা পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন এই বইটি অসুস্থ ব্যক্তিদের সালাত আদায়ে সহায়ক হিসেবে কবুল করে নেন। সাথে লেখক-অনুবাদক-প্রকাশক সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং পরকালের যাত্রাপথে বইটি তাদের জীবনে পাথেয় করে নেন। আমীন!

আব্দুল্লাহ মজুমদার

১৪ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরী

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার-পরিজন, সাহাবী, তাবেয়ী ও শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি। অতঃপর,

বর্তমান সময়ে মসজিদগুলোতে চেয়ারে ফরয ও নফল সালাত আদায়ের প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। আপনি যে কোনো মসজিদে ঢুকলেই কাউকে না কাউকে চেয়ারে সালাত পড়তে দেখবেন। হারামাইন শরীফাইন (মক্কা-মদিনা) এবং বড় বড় মসজিদগুলোতে এটা বেশি হয়। কিছু কিছু ঘরেও এমনটা পাওয়া যায়।

চেয়ারে সালাত পড়া বর্তমান যুগের নতুন একটি বিষয়, যা নিয়ে ফকীহরা স্পষ্টরূপে কিছু বলেননি। যদিও চেয়ারে সালাত পড়া বাহনে সালাত পড়ার সদৃশ। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই একটা কিছু উপর বসতে হয়। কিন্তু চেয়ার ও চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তির সাথে কিছু বিধি-বিধান রয়েছে। আর প্রতিটি নতুন পরিস্থিতির হুকুমই শরীয়তে জানা সম্ভব, সেটা শরয়ী বক্তব্য, ব্যাপকতা কিংবা ফিকহ-উসূলের মূলনীতির সহায়তায়।

ইতঃপূর্বে চেয়ারে সালাত পড়া প্রসঙ্গে আমার সংক্ষিপ্ত একটি লেখা ছিল। তারপর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে হলো যে, বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন, যাতে করে সহজ ভাষায় স্পষ্টভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। যতটুকু জানা প্রয়োজন ততটুকু উল্লেখ করা হয়। সাথে এই কাজগুলোর সুন্নাহর উপর গুরুত্ব দিয়েছি, কেননা সুন্নাহই সালাতের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য নির্ভর করে; ওয়াজিবের উপর নয়। তাছাড়া যারা চেয়ারে সালাত আদায় করেন, তাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কিছু বিষয়ের প্রতিও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

বিষয়টি নিয়ে বর্তমান সময়ের বেশ কিছু মানুষ বই লিখেছেন (আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন)^[১]।

প্রত্যেক গবেষক ভিন্ন ভিন্নভাবে যে-কোনো বিষয় উপস্থাপন করে থাকেন। নিজস্ব বুঝ ও পদ্ধতি এবং আল্লাহ তাকে যে জ্ঞান দান করেন সেটা অনুযায়ী তিনি তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন। পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কত কিছু যে বাকি রেখে গিয়েছে!

এই প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত। আমি এতে সকল দলীল অন্তর্ভুক্ত করিনি। প্রত্যেক বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করিনি। শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই উপস্থাপন করেছি। হাদীসের তাখরীজ করে পাদটীকা দীর্ঘ করিনি। বিরক্তি এড়ানোর জন্য আমি রেফারেন্সের পরিমাণ কম দিয়েছি।

আমি আশা করছি, যে-সমস্ত মা-বাবা চেয়ারে সালাত পড়েন, তারা এই বইটি পড়ার মাধ্যমে কথা ও কাজের ক্ষেত্রে বিষয়টির স্পষ্ট বিবরণ পেয়ে যাবেন।

বইটি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। ভূমিকা, মূল বিষয় ও উপসংহার।

ভূমিকায় অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর মূল অংশ চেয়ারে সালাত আদায়ের বিধি-বিধান প্রসঙ্গে। সেখানে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

১- চেয়ারে ফরয সালাত পড়া।

১. তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই হলো:

১. যাইয়্যাব আল-গামিদী রচিত ‘তানবীহুন নাসী বি-হুকমি সালাতি আহলিল-কারাসী’।
২. কুয়েতী সাময়িকী ‘আল-ওয়াইউল ইসলামী’র ৫৩১ সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধ।
৩. ড. মুহাম্মাদ ওয়াসেল রচিত ‘আহকামুস সালাতি আলাল কারাসি’।
৪. আলী আল-কাসীরের ‘আল-আহকামুল ফিকহিয়া আল-মুতায়াল্লিকা বি-সিফাতি সালাতি আলাল কুরসী’।

২- চেয়ারে নফল সালাত পড়া।

৩- কাতারে চেয়ার রাখা।

আর উপসংহারে চেয়ারে সালাত আদায়কারীদের জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে।

বইটির নাম দিয়েছি: “আল-লুবাব ফীমা লিস-সালাতি আলাল কারাসি মিনাল আহকামি ওয়াল-আদাব’।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন লিখিত বিষয়টি উপকারী করে দেন। আমাদেরকে কথায় ও কাজে ইখলাস দান করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, খুবই নিকটে এবং আমাদের সকল আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন।

লিখেছেন
আব্দুল্লাহ ইবন সালেহ আল-ফাওয়ান
২৬/১১/১৪৪২ হি.
Alfuzan.net@gmail.com

অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের বিবরণ

শরীয়তের সহজতা ও পূর্ণতার অন্যতম নিদর্শন হলো অসুস্থ ব্যক্তিদের উপযুক্ত বিশেষ বিধি-বিধান প্রণয়ন করা। তাদের অবস্থা ও ওজরের কথা বিবেচনা করে পবিত্রতা ও সালাতসহ অন্যান্য ইবাদতে শিথিলতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে; যাতে করে তারা সুস্থ ব্যক্তিদের মতো করেই আল্লাহর ইবাদত করতে পারে, কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।” [বাকারা: ২৮৬] “আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, তোমাদের জন্য কঠিন চান না।” [বাকারা: ১৮৫] “আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান। আর মানুষকে দুর্বল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।” [নিসা: ২৮] “তোমাদের জন্য তিনি দ্বীনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা রাখেননি।” [হজ্জ: ৭৮] “তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করো।” [তাগাবুন: ১৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এই দ্বীন সহজ”^[২]। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি যদি তোমাদেরকে কোনো কিছুর নির্দেশ দিই, তাহলে তোমরা সাধ্যমতো সেটা পালন করো”^[৩]। এছাড়া আরও অনেক আয়াত-হাদীস প্রমাণ করে যে এই শরীয়তের ভিত্তি হলো সহজতা ও লঘুকরণ। শরীয়ত যখন দেখতে পায় কোনো পরিস্থিতিতে শিথিলতা প্রয়োজন তখন সেটির অনুমোদন দেয়। এই সমস্ত দলীল থেকে গৃহীত অন্যতম একটি মহান মূলনীতি হলো المشقة تجلب التيسير “দুঃসাধ্যতা সহজলভ্যতাকে টেনে আনে।”^[৪]

মুসলিমের জন্য নিজের সালাতের যত্ন নেওয়া কর্তব্য। আল্লাহ নিজ কিতাবের একাধিক স্থানে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে যেন সে

২. বুখারী (৩৯), হাদীসটি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন।

৩. বুখারী (৭২৮৮) ও মুসলিম (১৩৩৭), হাদীসটি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন।

৪. সুবকীর ‘আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের’ (১/৪৮)।

সালাত কায়েম করে। সালাত কায়েম করা বলতে বোঝায়: সালাতকে যথাসময়ে ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। মুসলিম সালাতের রোকন ও ওয়াজিব পূর্ণ করবে এবং সালাতের কথা-কাজের সুন্নাহ আদায়ে সচেতন থাকবে।

আলেমরা উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল যা কিছু আবশ্যিক করেছেন, ইবাদতের শর্ত কিংবা রোকন করে দিয়েছেন এবং সালাতের শুদ্ধতাকে যে-সমস্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন সেগুলো সাধ্য ও সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অক্ষমতার অবস্থায় ব্যক্তি এই কাজগুলোর ব্যাপারে আদিষ্ট থাকে না, কারণ এটি ব্যক্তির সাধ্যের বাইরে চলে যায়।^[৫]

ইয় ইবন আব্দুস সালাম বলেন, ‘মূলনীতি হচ্ছে: কেউ কোনো ইবাদতের ব্যাপারে আদিষ্ট হওয়ার পর তিনি কিছু করতে পারলে আর কিছু করতে অপারগ হলে তার সাধ্যের মাঝে থাকা কাজগুলো করবেন আর তার সাধ্যের বাইরে থাকা কাজগুলো তার থেকে বাদ হয়ে যাবে।’^[৬]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া বলেন: “মুসলিমরা একমত যে মুসল্লী যদি সালাতের কিছু ওয়াজিব করতে অক্ষম হয়: দাঁড়ানো, পড়া, রুকু করা, সিজদাহ করা, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া কিংবা অন্য কিছু করা, তাহলে সে যা করতে অক্ষম তা তার থেকে পড়ে যাবে। তার উপর শুধু এমন কিছুই আবশ্যিক হবে যা করতে সে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার পর তার জন্য সেটা করা সম্ভব।”^[৭]

অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের চারটি স্তর:

প্রথম স্তর: দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। এমনকি যদি সে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারে, তাহলে সে অবস্থায়

৫. দেখুন, তাহযীবুস সুনান (১/৪৭), ‘আল-কাওয়ায়েদ ওয়াদ-দ্বাওয়াবেছ আল-ফিকহিয়া ইন্দা ইবন তাইমিয়া ফি কিতাবাইত ত্বাহারা ওয়াস-সালাত’ (পৃ. ২৬৮)।

৬. কাওয়ায়েদুল আনাম ফী-মাসালিহিল আনাম (২/১০)।

৭. মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৪৩৮)।

দাঁড়ানো তার উপর আবশ্যিক হবে। তারপর সে বসবে। এটিই মূল অবস্থা। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমরান ইবন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে বলেন, “তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো, যদি না পারো, তাহলে বসে পড়ো, যদি না পারো তাহলে কাত হয়ে শুয়ে পড়ো।”^[৮]

দাঁড়িয়ে সালাত পড়া ফরয হওয়া প্রসঙ্গে ইজমা বর্ণনা করেছেন একদল আলেম। ইবন হাযম বলেন, ‘আলেমরা সবাই একমত যে, যে ব্যক্তির কোনো অসুস্থতা বা আশঙ্কা নেই, তার জন্য সালাতে দাঁড়ানো ফরয।’^[৯]

ইবন আব্দিল বার বলেন, ‘অসুস্থ ব্যক্তি যদি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ার পরও বসে সালাত পড়ে, তাহলে তার সালাত সঠিক হবে না আর এ ব্যাপারে সবাই একমত। তাকে পুনরায় সালাত পড়তে হবে।’^[১০] ইবন রুশদ বলেন, ‘من ترك القيام مع القدرة عليه فلا صلاة له’ যে ব্যক্তির সক্ষমতা থাকার পরও সে দাঁড়িয়ে সালাত পড়া ছেড়ে দেয়, তার সালাত হয় না।’^[১১] কুরতুবী বলেন, ‘উম্মাহ একমত যে, ফরয সালাতে দাঁড়াতে সক্ষম এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয সালাতে দাঁড়ানো ওয়াজিব, সে একাকী হোক কিংবা ইমাম (জামাতে) হোক।’^[১২]

ব্যক্তি কিছুটা ঝুঁকে হলেও দাঁড়িয়েই সালাত আদায় করবে, যদি তার ঝুঁকে পড়াটা দাঁড়ানোর কাছাকাছি হয়। কারণ যে কোনো কিছু তার নিকটবর্তী বিষয়ের হুকুম গ্রহণ করে। সে চাইলে লাঠি, দেয়াল বা অন্য কিছুর উপর ভর দিতে পারে। কারণ সালাতের এই ধরন ফরয সালাতের ধরনের নিকটবর্তী। সক্ষমতা থাকার পরও এই অবস্থার থেকে ভিন্ন কিছু করার বৈধতা তার জন্য নেই।^[১৩]

৮. বুখারী (১১১৭)।

৯. মারাতিবুল ইজমা (পৃ. ২৬)।

১০. আত-তামহীদ (১/১৩২)।

১১. আল-বায়ান ওয়াত-তাহসীল (২/১৫৯)।

১২. তাফসীরুল কুরতুবী (৪/১৯০)।

১৩. আল-মাসালেক ফী-শারহি মুয়াত্তা মালিক (৩/৫১)।

দ্বিতীয় স্তর: দাঁড়াতে অক্ষম। এমন ব্যক্তি বসে সালাত পড়বে। ইবনুল মুনযির বলেন, ‘আলেমরা একমত যে, কোনো ব্যক্তি যদি দাঁড়াতে সক্ষম না থাকে, তাহলে তার জন্য বসে সালাত পড়া ফরয।’^[১৪] ইবন রুশদ বলেন, *أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، وأنه يسقط عنه، وأنه يستطع، وإذا لم يستطع، ويصلي جالسا* ‘আলেমরা একমত যে অসুস্থ ব্যক্তি সালাত আদায়ের ব্যাপারে আদিষ্ট। অসুস্থ ব্যক্তি যদি সক্ষম না হয়, তাহলে তার জন্য দাঁড়ানোর আবশ্যিকতা বাতিল হয়ে যাবে। সে বসে সালাত আদায় করবে।’^[১৫]

বসা দুই প্রকার।

- ১- চেয়ারে বসা। দাঁড়াতে অক্ষম অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। ইন শা আল্লাহ চেয়ারে নামাযের বিবরণ আসবে।
- ২- যমীনে বসা। (যমীনে) বসা অবস্থায় নামায শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো এমন অবস্থায় দাঁড়ালে তার ব্যাপক কষ্ট হবে কিংবা সুস্থতা পেতে বিলম্ব হবে কিংবা রোগ বৃদ্ধি পাবে কিংবা দাঁড়ালে তার প্রচণ্ড ব্যথা হবে কিংবা মাথা ঘুরবে কিংবা দাঁড়ালে তার মনোযোগ চলে যাবে; কেননা সে দুশ্চিন্তায় পড়ে ছটফট করতে থাকবে। এই সমস্ত অবস্থায় তার জন্য বসে নামায পড়া বৈধ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তুমি যদি না পারো, তাহলে বসে পড়বে।” আর খুশু তথা মনোযোগ নামাযের উদ্দেশ্য।^[১৬] আর শরীয়তের অন্যতম মহান মূলনীতি হলো ‘প্রতিকূলতা সহজতাকে নিয়ে আসে’ যেমনটা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয়: অসুস্থ ব্যক্তি যদি একাকী দাঁড়িয়ে কিন্তু জামাতে বসে পড়তে সমর্থ হয়, তাহলে সে কী করবে? বলা হয়, তাকে দুটির মাঝে যে কোনো একটি করার অনুমতি দেওয়া হবে। কারণ সে উভয়টির ক্ষেত্রেই একটি ওয়াজিব পালন করছে আর অন্য ওয়াজিব ছাড়াচ্ছে।

১৪. আল-ইশরাফ (২/২১২)।

১৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৪২৫)।

১৬. আল-মাজমু (৪/৩১০), আল-মুগনী (২/৫৭০-৫৭১)।